ধ্বনি পরিবর্তন ৫

উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূল ধ্বনির যে সব পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় ধ্বনি পরিবর্তন। জিভের আলসেমি, অনবধান, অনিচ্ছা, ত্রুটি, সহজে উচ্চারণ করার প্রবণতা ইত্যাদি কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে উচ্চারণের সময় এক ধ্বনির জায়গায় অন্য ধ্বনি আসে, পরের ধ্বনিকে আগেই উচ্চারণ করা হয়, যুক্তাক্ষর ভেঙে দেওয়া হয়, মূল শব্দে বাড়তি ধ্বনি আনা হয়, ধ্বনির ওলট-পালট ঘটে। সব ভাষাতেই এ ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে নতুন শব্দ তৈরি হয়। ধ্বনি পরিবর্তনে আছে বৈচিত্র্য, ভাষার গতিশীলতায় ও আধুনিকায়নে ধ্বনি পরিবর্তনের গুরুত্ব অনেক।

ধ্বনি পরিবর্তনের কতিপয় নিয়ম ঃ

১. অঘোষীভবন ঃ উচ্চারণের কারণে কোন কোন ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে অঘোষীভবন বলে। যেমন ঃ কাগজ > কাগচ, বীজ > বিচি।

২. অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি ঃ পর পর দুটি স্বরধ্বনি থাকলে তাদের উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাদের মধ্যে 'ব' শুনতে পেলে তাকে ব-শ্রুতি বলে। যেমন ঃ যাআ > যাওয়া, পাআ > পাওয়া।

অন্তঃস্থ য়-শ্রুতি ঃ পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে 'য়' শুনতে পেলে তাকে য়-শ্রুতি বলে। যেমন ঃ ভাই-এর > ভাইয়ের > ভায়ের।

৩. অন্ত্যস্বর লোপ ঃ ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের শেষের স্বরধ্বনি উচ্চারণ থেকে বাদ গেলে তাকে অন্ত্যস্বর লোপ বলে। যেমন ঃ বন্যা > বান, লজ্জা > লাজ, চাকা < চাক।

৪. অন্ত্যস্বরাগম ঃ উচ্চারণের সময় শব্দের শেষে স্বরধ্বনি এলে তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন ঃ সত্য > সত্যি, বেঞ্চ > বেঞ্চি, দুষ্ট > দুষ্টু।

৫. অনোন্য সমীভবন ঃ কোন ব্যঞ্জনধ্বনি অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে তাকে অনোন্য সমীভবন বলে। যেমন ঃ বৎসর > বচ্ছর।

৬. অপিনিহিতি ঃ শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ'-ধ্বনি থাকলে তাদের উচ্চারণ যথাস্থানের আগে করার প্রবণতাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন ঃ আজি > আইজ, কালি > কাইল।

৭. অভিশ্রুতি ঃ অপিনিহিতির প্রভাবজাত 'ই' বা 'উ'-ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন ঃ আজি > আইজ > আজ, মানিয়া > মাইন্যা > মেনে, চলিল > চলল, মাঠুয়া > মেঠো।

৮. আদিস্বর লোপ ঃ ধ্বনিলোপের ক্ষেত্রে শব্দের প্রথমের স্বরধ্বনির লোপ হলে তাকে বলা হয় আদিস্বর লোপ। যেমন ঃ অলাবু > লাউ।

৯. আদি স্বরাগম ঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির আগে কোন স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে আদি স্বরাগম বা আদ্যস্বরাগম বলে। যেমন ঃ স্পর্ধা > আস্পর্ধা, স্কুল > ইস্কুল।

১০. ক্ষীণায়ন ঃ মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মত গুণায়িত হলে তাকে ক্ষীণায়ন বলে। যেমন ঃ মাথা > মাতা, চোখ > চোক, যাচ্ছি > যাচ্চি।

১১. ঘোষীভবন ঃ উচ্চারণের সময় নানা কারণে ঘোষধ্বনি অঘোষধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে ঘোষীভবন বলে। যেমন ঃ কাক > কাগ, ধপধপে > ধবধবে।

১২. ধ্বনিবিকার ঃ পদের অন্তর্গত কোন বর্ণ নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে ধ্বনিবিকার বা বর্ণ বিকৃতি বলে। যেমন ঃ শাক > শাগ, কপাট > কবাট, লেবু > নেবু ।

১৩. ধ্বনি বিপর্যয় ঃ উচ্চারণের সময় কোন কোন ধ্বনির স্থান পরিবর্তন হলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বা বর্ণ বিপর্যয় বলে। যেমন ঃ পিশাচ > পিচাশ, বাক্স > বাসকো, তলোয়ার > তরোয়াল, ধোবা > ধোপা।

১৪. ধ্বনিলোপ ঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক শব্দের কিছু ধ্বনি উচ্চারিত না হয়ে, সেগুলো বাদ দিয়ে নতুন শব্দ হলে তাকে ধ্বনিলোপ বলে। স্বরধ্বনি লোপ ঃ আদিস্বর লোপ—অলাবু > লাউ, মধ্যস্বর লোপ—গামোছা > গামছা, অন্তস্বর লোপ—১. বন্যা > বান। ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ ঃ শব্দের প্রথমে—শ্রাবণ > শাওন, স্ফটিক > ফটিক। ২. শব্দের মাঝে—মজদুর > মজুর, দুগ্ধ > দুধ। ৩. শব্দের শেষে— আলোক > আলো। ৪. র-ধ্বনি লোপ—কার্পাস > কাপাস, কোর্ট > কোট, ফেরু > ফেউ। ৫. ই-ধ্বনি লোপ — সিপাহি > সিপাই, সহি > সই, ফলাহার > ফলার।

১৫. ধ্বনি সমন্বয় ঃ একাধিক ধ্বনি যদি এমনভাবে মিশে থাকে যে তাদের একই সঙ্গে উচ্চারণ করা যায়, তবে তাকে বলে ধ্বনি সমন্বয়। যেমন ঃ স্নান, কাণ্ড।

১৬. নাসিক্যীভবন ঃ উচ্চারণের সময় নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি অনুনাসিক স্বরে পরিবর্তিত হলে তাকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমন ঃ অঙ্ক > আঁক, চন্দ্র > চাঁদ, দন্ত > দাঁত।

১৭. পীনায়ন ঃ অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনির মত উচ্চারিত হলে তাকে পীনায়ন বলে। যেমন ঃ কাঁটাল > কাঁঠাল, থুতু > থুথু, আটার > আঠার।

১৮. বর্ণদ্বিত্ব ঃ অর্থের গুরুত্ব অনুযায়ী কিছু শব্দের কোন ধ্বনির উচ্চারণে দ্বিত্ব হয়, আর সে কারণে তাদের বানানে দ্বিত্ববর্ণ আসে। একে বলে বর্ণ দ্বিত্ব। যেমন ঃ সকাল > সক্কাল, মুলুক > মুল্লুক, বড় > বড্ড, ছোট > ছোট্ট, কিছু > কিচ্ছু।

১৯. বিমিশ্রণ ঃ যদি একটা শব্দের প্রভাবে অন্য কোন শব্দের রূপ পরিবর্তন হয়। তবে তাকে বিমিশ্রণ বলে। যেমন ঃ পর্তুগিজ শব্দ আনানস > আনারস (রস শব্দের প্রভাবে)।

২০. বিষমীভবন ঃ কোন শব্দে একই ব্যঞ্জনধ্বনি পর পর থাকলে উচ্চারণে তাদের কোন একটার ধ্বনি বদলে গেলে তাকে বিষমীভবন বলে। যেমন ঃ লাল > নাল, শরীর > শরীল।

২১. ব্যঞ্জনসংগতি ঃ উচ্চারণের সময় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির একই রকম হয়ে যাওয়াকে ব্যঞ্জনসংগতি বলে। যেমন ঃ গল্প > গপ্প।

২২. ব্যঞ্জন সমন্বয় ঃ একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মিলিত উচ্চারণকে বলে ব্যঞ্জন সমন্বয়। যেমন ঃ ক্লাস, স্নাতক।

২৩. লোকনিরুক্তি ঃ অপরিচিত শব্দ লোকমুখে পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য পেয়ে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে লোকনিরুক্তি বলে। যেমন ঃ উর্ণবাভ > উর্ণনাভ।

২৪. শ্রুতিধ্বনি ঃ পাশাপাশি দুটি কিংবা তার বেশি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত ধ্বনি এলে তাকে শ্রুতিধ্বনি বলে। যেমন ঃ চা + র (এর)= চায়ের, মা + র (এর) = মায়ের।

২৫. সংকোচন ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে কোন শব্দের পরিবর্তিত রূপে দলসংখ্যা কমে গেলে তাকে সংকোচন বলে। যেমন ঃ অন্ধকার > আঁধার, কদলক > কলা, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

২৬. সকারীভবন ঃ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে চ, ছ ইত্যাদি ধ্বনি যদি স, শ-তে পরিবর্তিত হয় তবে তাকে বলে সকারীভবন। যেমন ঃ গিয়েছিলাম > গেসলাম, পাছতলা > পাস্তলা।

২৭. সমাক্ষর লোপ ঃ পর পর দুটি ধ্বনির একটি উচ্চারণ না হয়ে একটি বাদ গেলে তাকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন ঃ বড় দাদা > বড়দা, বড়দিদি > বড়দি।

২৮. সম্প্রকর্ষ ঃ শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি লোপ হলে তাকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন ঃ নাতিনী > নাতনি, জোনাকি > জোনাক, জানালা > জানলা।

২৯. সরলীভবন ঃ সমীভবনে বা ব্যঞ্জনসংগতিতে পৃথক ও ভিন্ন উচ্চারণ স্থানের ব্যঞ্জনধ্বনি একই শ্রেণীর ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয় এবং পরে যদি একটিমাত্র ব্যঞ্জন হয়ে যায়, তবে তাকে বলে সরলীভবন। যেমন ঃ লক্ষ > লক্‌খ > লাখ, কর্ম > কম্ম > কাম।

৩০. স্বতোনাসিক্যীভবন ঃ নাসিক্যধ্বনির সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই এমন শব্দের উচ্চারণে অনুনাসিক ধ্বনি এসে পড়লে তাকে বলা হয় স্বতোনাসিক্যীভবন। যেমন ঃ কাচ > কাঁচ, পুঁথি > পুথি, পেচক >প্যাঁচা, উচ্চ > উঁচু।

৩১. স্বরভক্তি ঃ উচ্চারণকে সহজ করার জন্য যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে যদি কোন স্বরধ্বনি আনা হয়, তবে তাকে বলা হয় স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বা মধ্যস্বরাগম। যেমন ঃ রত্ন > রতন, প্রাণ > পরাণ, ভ্রূ > ভুরু।

৩২. স্বরসংগতি ঃ পর পর দুটি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সময় তাদের একটি পরিবর্তিত হয়ে অন্যটির মত হয়ে যায়। একে বলা হয় স্বরসংগতি বা স্বরের উচ্চতাসাম্য। যেমন ঃ হিসাব > হিসেব, মিথ্যা > মিথ্যে, বিদ্যা > বিদ্যে, ধূলি > ধূলা, বিলাতি > বিলিতি, লিখা > লেখা, শুনা > শোনা।

৩৩. সমীকরণ ঃ শব্দের বিভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ধ্বনি দুটিকে এক করে নেওয়াকে সমীকরণ বলে। যেমন ঃ পদ্ম > পদ্দ, বিল্ব > বিল্ল, কর্তা > কত্তা।

৩৪. দ্বি-মাত্রিকতা ঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য তিন মাত্রা বা চার মাত্রার শব্দকে দু মাত্রার করে নেওয়াকে দ্বিমাত্রিকতা বলে। যেমন ঃ ভগিনী > ভগ্নী, ভাগিনেয় > ভাগনে।

৩৫. সাদৃশ্য ঃ মনে রাখার সুবিধার জন্য বা উচ্চারণ বৈষম্য হ্রাস করার জন্য কোন শব্দের সদৃশ করে ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থযুক্ত কোন নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে সাদৃশ্য বলে। যেমন ঃ রোদসী > ক্রন্দসী, নাবালক > সাবালক, বিধবা > সধবা।

৩৬. লোক-বুৎপত্তি ঃ প্রচলিত কোন শব্দের সাদৃশ্য বা উক্তির প্রভাবে দেশী বা বিদেশী শব্দকে অনুরূপ করে উচ্চারণ করাকে লোক বুৎপত্তি বলে। যেমন ঃ Arm chair > আরাম কেদারা, Hospital > হাসপাতাল, মৃত্যুঞ্জয় > মৃত্যুঞ্জয়ী।

৩৭. অন্তর্হতি ঃ পদের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তহতি বলে। যেমন ঃ ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার।

অনুশীলনী

১। ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান নিয়মগুলোর সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও।

২। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও ঃ অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, ধ্বনি লোপ, বর্ণদিত্ব, বিষমীভবন, স্বরভক্তি, সমীকরণ।